International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.58-77
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.006

প্রবাদে বাঙালি সমাজ : বরাক উপত্যকার প্রবাদের সমাজতাত্ত্বিক সংশ্লেষণ; একটি বিশেষ পাঠ

সফিকুল ইসলাম চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাথারকান্দি কলেজ, পাথারকান্দি, আসাম, ভারত

ড. সামস উদ্দিন বড়ভূইয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাথারকান্দি কলেজ, পাথারকান্দি, আসাম, ভারত

Received: 18.11.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

The history of Barak valley is is extensive in Bengali literature. Barak valley is Constituted by three district s namely are Cachar(Silchar),Hailakandi and Sree Bhomi(Karimganj).It is observed that the main stream Bengali literature are different from the literature of north East region of Barak valley. Spanish language said the definition of proverb-"A proverb is a short sentence based on long experience."socialist philosopher Dasrelly said opinion about the proverb."proverb were enterior to books and formed the wisdom of the vulgar and in the earliest ages were the unwritten laws of morality."In our literature there are so many branches of knowledge which resides throughout the life of human beings. Having the multipurpose branches of literature proverb is one of them. Proverbs are short well known expression that after wisdom or advice. They can be particularly helpful for Students as well as general human beings as they often encapsulate important life lesson and values. It is a simple way of expressing a well known truth or adage based on common sense or experience. They are usually considered to be imbued with ancestril wisdom, passed down from generation to generation until they become part of a society oral tradition. Proverb also known saying can be the best way to convey our thought and observation, culture and every language has their popular proverbs. In this writing we can have a small visit in the field of literature of Surma Barak valley. Our Surma Barak valley is also famous for enough people spoken proverb will still have significance place in the minds of the valley people.

কোন মানুষকে বা কোন গোষ্ঠীকে জানতে হলে আগে তাদের আচার-আচরণ রীতিনীতি জানতে হয়। মানুষের আচার-আচরণ জানতে পারলে মানব সমাজের গভীরে প্রবেশ করা যায়। কোন জাতির গভীরে

প্রবেশ করার অন্যতম একটি উপায় হল সেই জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। প্রবাদ-প্রবচন হলো প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাঙালি জাতির হাজার বছরের লোকসংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ একটি সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে বিবেচিত। সেজন্যই বোধহয় উইলিয়াম মটন প্রথম এদেশের ভাষা শিখে প্রবাদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। প্রবাদ মানুষের অবসর সময়ের বিনোদনের জন্য তৈরি এক বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। অবসর সময়ে গৃহের কার্য শেষ করে মা-বোনেরা বেশিরভাগ প্রবাদ বলেন। প্রবাদ হচ্ছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা পূর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য। কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে হৃদয় ও মেধার দ্বারা জারিত করে প্রকাশ করেন। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে অনেক বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে যা বাস্তব সমাজ থেকে নেওয়া। কোনো গভীর কথা প্রবাদে অল্প কথায় প্রকাশিত হয়।

প্রবাদের মধ্যে ফুটে ওঠে দেশ, কাল ও কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ সংহত সমাজের জীবন প্রণালী। প্রবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই কটিন ব্যাপার। অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ প্রবাদকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন। আলোচনার সুবিধার্থে কিছু সংজ্ঞা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সমাজ জীবনে প্রবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. কৃষ্ণা থাঁ প্রবাদকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন -"প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের কণ্ঠস্বর। সভ্যতার চলিষ্ণু ধারায় লোকায়ত মানুষের জীবন সম্পর্কিত প্রজ্ঞা, শ্লেষ, হতাশা ক্ষোভ, এক কথায় সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সংহত হয়েছে প্রবাদের মধ্যে। আবার প্রবাদ যেহেতু রূপক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশিত এবং এই রূপকের উপাদান যেহেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি থেকে গৃহীত তাই সময় ও সমাজ অনবদানে প্রবাদের কাঠামোর মধ্যে ছায়া ফেলে যায়। যার মধ্যে দিয়ে সমাজতাত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা সমাজ ও গোষ্ঠীর নৃতাত্বিক পরিচয় পেতে পারেন।"[১] ড. মানস মজুমদারও প্রবাদের আলোচনায় বলেছেন- "আকারে সংক্ষিপ্ত, প্রকারে সরস, সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী, আপাততুচ্ছ কিন্তু স্বরূপগত গভীর উক্তিই প্রবাদ।"[২] বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "প্রবাদ সমাজের পার্থিব জীবন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি।"[৩]

প্রবাদ হল একটি জাতির লোকায়েত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।। এই প্রবাদগুলো ঠিক কখন কোথায় জন্ম লাভ করেছে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা জানা যায়নি। তবে মিশরের 'বুক অফ দ্যা ডেড' গ্রন্থে খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রী শশিমোহন চক্রবর্তী প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় "আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হতেই প্রবাদের উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ অনেকখান অভিজ্ঞতার নির্যাস। একদিন একজন নিজের অভিজ্ঞতা হতে, নিজের চিন্তার ফলে, একটা সুন্দর ভাব একটা সুন্দর কথায় ব্যক্ত করিল, যাহারা শুনিল তাহাদের মনে ইহা বিঁধিয়া গেল। তারপর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহারা ইহার প্রয়োগ করিতে লাগিল। যার জন্ম দু-চারজনের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। একের অভিজ্ঞতায় ইহার জন্ম, বহুর ব্যবহারে ইহার জীবন।"[৪] তার এই মন্তব্য থেকে আমরা বুঝিতে পারি প্রবাদ-প্রবচনগুলো জন্ম লাভ করে কোন একজন ব্যক্তি হতে কিন্তু সমাজ যখন এগুলোকে গ্রহণ করে নেয় তখনই এর বিস্তার ও বিকাশ ঘটে। তাই প্রবাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায় না, এগুলো সমাজ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক রাজ্য আসাম। আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ বরাক উপত্যকার সংহত ভাবে বসবাস করা বাঙালি সমাজের আচার-আচরণের ইঙ্গিত প্রদান করে। এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় বরাক উপত্যকার প্রবাদের সমাজতাত্বিক সংশ্লেষণ। প্রবাদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই সমাজের কণ্ঠস্বর। মানব জাতির ফেলে আসা সেই দিনগুলো ও সেই কালের কথা। প্রবাদের মধ্যে ফুটে ওঠে অন্যায়- অবিচার, হতাশা, ক্ষোভ, ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ ও প্রতিবাদের চিত্র। মানস মজুমদারের মতে "সমাজতাত্বিকের কাছে প্রবাদ-প্রবচনের মূল্য অপরিসীম। সমাজতাত্বিক এগুলিতে সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। খুঁজে পান বহুবিধ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, বঞ্চনা-বেদনা, ক্ষোভ-অসন্তোষ, অসংগতি, শ্লেষ ও ধিক্কারের চিহ্ন"।[৫] মজুমদারের এ মন্তব্য থেকে থেকে বুঝা যায় যে প্রবাদ আলোচনার ক্ষেত্রে তার সমাজতাত্বিক পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

প্রবাদে আমরা দেখি সংহত সমাজবদ্ধ মানুষের আহার বিহার থেকে শুরু করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ কোনো বৃহৎ বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝাতে প্রবাদের ব্যবহার করে। স্প্যানিশ লোকবিদ কারপেন্টার প্রবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরকম "এ প্রবাদ ইজ এ শর্ট সেনটেন্স বেইসড অন লঙ এক্সপেরিয়েন্স"।[৬] অর্থাৎ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত আত্ম বাক্যই প্রবাদ। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রবাদে যেভাবে মানব সমাজের রূপরেখা ফুটে উঠেছে তেমনি বরাক উপত্যকার প্রচলিত প্রবাদে বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজের নিজস্ব স্ট্যাটাস ফুটে উঠেছে।

বরাক উপত্যকার প্রবাদে প্রতিফলিত সমাজ জীবন সম্পর্কে আলোচনার আগে প্রবাদ সম্পর্কে আরেকটু বলার চেষ্টা করব। ইংরেজি ফোকলুর এর বাংলা প্রতিশব্দ লোকসংস্কৃতি। 'folk' অর্থ 'লোক' যা সমষ্টিবাচক 'lore' অর্থ সংস্কৃতি দুই মিলে হয় লোকসংস্কৃতি। মূলত একই ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষজন যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্য একই সূত্রে লালিত তাদের সংস্কৃতি হল লোকসংস্কৃতি। অন্যভাবে বলা যায় গুষ্ঠীবদ্ধ সংহত সমাজের বসবাসকারী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত আচার-আচরণ রীতিনীতি সব কিছুকেই একসাথে লোকসংস্কৃতি বলা হয়। সৃষ্টির আদি মুহূর্তের সময় থেকে লোকসংস্কৃতির জন্ম হয়। মানুষের জন্মের সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির ও জন্ম হয়। মানুষ যাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে তাকেই লোকসংস্কৃতি বলা হয়। লোকসংস্কৃতি উপাদান সমূহ এই সংহত সমাজের মানুষজনের দ্বারায় সৃষ্ট। তাদের জীবন যাপন পদ্ধতির প্রত্যেকটি অংশে নিহিত থাকে লোকসংস্কৃতির উপাদান। ডঃ মানস মজুমদার লোকসংস্কৃতির আলোচনায় বলেছেন-"লোক সংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝায় এমন এক দল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি একটি ভূ-খন্ডে তারা বসবাস করে, তাদের আর্থিক কাঠামো একই রকম, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একই ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে
থাকে।"[৭]

লোকসংস্কৃতি হল সমষ্টির ফসল। এর উপাদান গুলোর উপর নির্ভর করে অধ্যাপক মজারুল ইসলাম লোকসংস্কৃতিকে ছয়টি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। ছয়টি ভাগের একটি ভাগ হলো বাক কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি।

বাক কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হলো মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত বিষয় সমূহ যা সংস্কৃতির দ্বারা লালিত। যেমন, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসংগীত, লোককাহিনী প্রভৃতি। বাক কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকে লোকসাহিত্য হিসাবে আলোচনা করা হয়। লোকসাহিত্যের প্রত্যেকটি অংশে নীহিত থাকে সংহত সমাজের আচার-আচরণ। লোক সাহিত্যের আলোচনায় বিখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ মাজহারুল ইসলাম বলেছেন- 'যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য"।[৮]

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বাক কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি যাকে লোকসাহিত্য বলা হয়। তাতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের মানুষের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত গল্প, কাহিনী, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, কিচ্ছা প্রভৃতিকে লোকসাহিত্য বলা হয়। এই লোকসাহিত্যের বিভাগগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন শাখা বা বিভাগ বা অংশ হলো প্রবাদ। আবার প্রবাদের সঙ্গে ছড়া ও ধাঁধা'র বেশ মিল পরিলক্ষিত। কোনটি প্রবাদ, কোনটি ছড়া, কোনটি ধাঁধা, অনেক সময় তা চিহ্নিত করা আমাদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই এখানে আমরা বিখ্যাত লোক সাহিত্যিক তথা সিলেটের কৃতি পুরুষ মোহাম্মদ আসদ্দর আলীর মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি, "বস্তুজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের মনের যে অবস্থান থেকে ধাঁধার জন্ম লাভ, তার বহুপরে সম্প্রসারিত মনের অনেক উন্নত অবস্থান থেকেই প্রবাদ-প্রবচনগুলো জন্ম নিয়েছে। আদিম স্তরে সাধারণ বস্তুজ্ঞানই হলো ধাঁধার ভিত্তি, প্রক্ষান্তরে দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল হলো প্রবাদ-প্রবচন"।[৯]

প্রবাদ-প্রবচনে ছন্দের ব্যবহারের কোন আবশ্যিকতা কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু ছড়া ও ধাঁধার ক্ষেত্রে ছন্দের ব্যবহার আবশ্যিক হয়। যেমন-

প্রবাদ: অতি দর্পে হত লংকা।

ধাঁধা: বাপে নাহি জন্ম দিল, জন্ম দিল পরে
যখন ছেলের জন্ম হল মা ছিলনা ঘরে।
(উ:- রামায়নের লবের ভাই কুশ।)

ছড়া: গরম দিনের পরম বন্ধু, পাখা তোমার নাম,
বাতাস দিয়ে ঠান্ডা কর, সোনা বন্ধুর প্রাণ'।

আরেকটু বুঝার জন্য প্রবাদ, ছড়া, ও ধাঁধার ছোট করে সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রবাদ: মানব সমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্দ জীবন সত্যের স্মারক কোন জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রবাদ ও প্রবচন খানিকটা ভিন্ন। প্রবাদ লোকসমাজ বা কালের সৃষ্টি কিন্তু প্রবচন সাধারণত কবি, সাহিত্যিক বা বিজ্ঞ লোকের দ্বারা সৃষ্টি। যেমন- অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

ছড়া: দড়া আমাদের কাছে শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসারে ছড়া হল লৌকিক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রাম্য কবিতা। ছড়ার মধ্যে একটা অন্তমিল থাকে এবং ছড়া কেবল আবৃত্তি করা হয় না অনেক সময় সুর করেও ছড়া গাওয়া হয়। যেমন-

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান,

শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান।"

ধাঁধা: যে বাক্যের দ্বারা একটিমাত্র ভাগ রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয় তাকেই বলা হয় ধাঁধা। লিখিত সাহিত্যে ধাঁধাকে বলা হয়েছে হেয়ালি বা প্রহেলিকা। ধাঁধা ও তার উত্তর উভয় এ মিলে একটি ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। ধাঁধাতে যেমন বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয় তেমনি চমক লাগানোর জন্য ধাঁধা রচনা করা হয়। ধাঁধা জ্ঞানের বিষয় আবার রসের সামগ্রী। যেমন:-

"আইছি যত, আইতরা তত, তার অর্ধেক তার ভাই, তোমারে লইয়া শ পুরাই। (উ:- ১০০। ৩৬+৩৬+১৮+১+১)।

প্রবাদ দীর্ঘদিনের সংক্ষিপ্ত বাক্য হলেও প্রবাদের বড় দিক হলো সমালোচনা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা। কোনো বড় বিষয়কে সামান্য কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। প্রবাদে সহজ সরল ভাষায় তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত প্রবাদে নারীর জীবন নারীর অবদান সব চাইতে বেশি। নারীরা গৃহ কর্ম শেষ করে বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ছড়া, ধাঁধা প্রবাদ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে কম যান না পুরুষও। প্রবাদের জীবন দর্শন বাস্তব সমাজের জীবন দর্পণ। সেজন্য প্রবাদে একজনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হলেও ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ক্ষীপ্ত প্রয়োগের অস্ত্র। প্রবাদের দুটি অর্থ আছে একটি আক্ষরিক অর্থ 'literary meaning' ও অপরটি ব্যঞ্জনার্থ 'inear meaning'। আক্ষরিক অর্থে প্রবাদের প্রযোগ নেই; ব্যঞ্জনার্থে প্রবাদের ব্যবহার হয়। সমাজ জীবনে প্রবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও প্রবাদের মধ্যে শ্লেষ কটাক্ষের প্রবণতা বেশি, তথাপি এর মধ্যে ভালো উপদেশ ও বিদ্যমান। তাই প্রবাদের যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব গুরুত্ব আছে তেমনি ব্যবহারিক গুরুত্বও অপরিসীম। প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে সুশীল কুমার দে'র মন্তব্য এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক। তার মতে "যেমন সঙ্গীতের রূপ ও রস তাহার সুরের অভিব্যক্তিতে না শুনিলে তাহার মাধুর্যের উপলব্ধি হয় না, তেমনি প্রবাদের রূপ ও রস তাহার বলিবার ভঙ্গিতে; চাক্ষুষ না দেখিলে বা না শুনিলে, তাহার সম্পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ বাচনভঙ্গির মধ্যে প্রবাদের গুরুত্ব নিহিত থাকে।

প্রবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক) সংক্ষিপ্ততা

খ) সরলতা

গ) সাধারণ, সরস ও সংক্ষিপ্ত

ঘ) অলংকার

ঙ) প্রাচীনতা

চ) সত্যতা

জ্ঞান অপেক্ষা প্রবাদে প্রত্যক্ষতা থাকতে পারে। প্রবাদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

ক) আটপৌরে প্রবাদ।

খ) পোষাকী প্রবাদ।

(ক) আটপৌরে প্রবাদ: আটপৌরে প্রবাদ হলো আপামর জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ। যেমন অধিক সিয়ানের গলায় দড়ি।

(খ) পোষাকী প্রবাদ: উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রবাদগুলোকে পোষাকী প্রবাদ বলা হয়। যথা উলু বনে মুক্ত ছড়ানো, বানরের গলায় মুক্তার হার। প্রবাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও তীব্র সমালোচনা। ব্যাস, বক্রোক্তি, শ্লেষ এগুলো না থাকলে প্রবাদ হবে না। প্রবাদে ব্যঙ্গ থাকলেও কোনো কোনো প্রবাদে ভালো সম্ভাষণও করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রবাদ সৃষ্টি, প্রবাদের গুণ, প্রবাদের বৈশিষ্ট্য, প্রবাদের লক্ষ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়। এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব। কিভাবে প্রবাদে বাঙালি সমাজ উঠে এসেছে। প্রবাদে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সংহত সমাজের লোকমুখে প্রচলিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বাক্যে সেই সমাজ জীবন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। প্রবাদ যে সব সময় সমাজের কঠিন সমালোচনা করবে তা কিন্তু নয়। এতে একইসঙ্গে ভালো মন্দ উভয় বিষয় আসে এক কথায় জীবন যাপনের প্রতিটি দিকই প্রবাদে প্রতিফলিত হয়। তাই সমাজকে জানতে হলে প্রবাদের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। এখন বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ আলোচনা করে সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

বরাক উপত্যকা যেহেতু অবিভক্ত বাংলার সিলেটের অংশ ছিল সেজন্যই বরাক উপত্যকার বাঙালির মুখের ভাষা সিলেটি ভাষার অন্তর্গত। এই আঞ্চলিক ভাষায় অনেক প্রবাদ-প্রবচন আছে যেগুলোকে ডাকের কথা, ছড়াকাটা, সিললক নামে জানা যায়। বরাক উপত্যকার মানুষের আচার-আচরণ রীতিনীতি সবকিছুই এসব প্রবাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সন্ধান অনুযায়ী কয়েকটি প্রচলিত প্রবাদ উল্লেখ করে তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি।

বরাক উপত্যকার প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবাদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ না করে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ উল্লেখ করে তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নীচে করা হলো।

১) চুরর মার বড় গলা
আর মাগে দুধ কলা।

এই প্রবাদে সমাজের যথার্থ সত্য তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে যারা চোর অন্যায় কারী তারা নিজের দোষ চাপাতে সাধুগিরির বিপুল আস্ফালন করেন। উক্ত প্রবাদে অল্প কথায় সমাজের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।

২) চোরে চোরে আলি
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের হালী।

এই প্রবাদে সমাজের একটি অসংগতির কথা ধরা পড়েছে। সমাজের শয়তান চোরদের সঙ্গে আরেক শয়তানের আত্মীয়তা থাকে। যারা শয়তান মূলত তাদের সঙ্গী হয় শয়তানেরা, আত্মীয় হয় শয়তানেরা। ভালো মানুষের অনুসরণ করে না তারা।

৩) অন্য চিন্তা যেমন তেমন
অন্ন চিন্তা ভয়ংকর।

উপরোক্ত প্রবাদে দরিদ্র বাঙালি পরিবারের সংকটের কথা ধরা পড়েছে। দরিদ্র পীড়িত পরিবারে নিত্যদিন অভাব লেগে থাকে। সব চিন্তাধারাকে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা অসম্ভব। অন্য চিন্তা কে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু আহারের জন্য চালের ব্যবস্থা করতেই হবে।। সেজন্য অন্ন চিন্তা কে ভয়ংকর চিন্তা বলা হয়েছে। প্রতিদিন কিছু হোক আর না হোক আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) রাজা জন্মিতে রানী
পেঁচা জন্মিতে পেঁচি।

এখানে সমাজের এক নিয়তির কথা বলা হয়েছে। যে ধনী ব্যক্তি সে ধনী পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে। আর তার ভোগ ঐশ্বর্য সবই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য গড়ে উঠেছে। আর যে দরিদ্র তার কপালে সব সময় দুখ থাকে। সুখ কখনো হয় না। সেজন্য প্রবাদে বলা হয় রাজা জনমের সঙ্গে তার কপালে লেখা হয়েছে তা নিয়ে জুটবে। আর পেঁচা অবহেলিত পাখি দরিদ্রতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে তার জন্য ময়ূর, টিয়া, ময়না নেই। পেঁচার জন্য পেঁচি।

৫) আটা খাইও
কায়দা ছাড়িও না।

এই প্রবাদে একশ্রেণীর শৌখিন মানুষের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে কিছু কিছু মানুষ দেখা যায় বাইরে খুব মার্জিত, সৌখিন। কিন্তু ঘরে তার নানা অসঙ্গতি। সে ভাত জোটাতে না পারলেও আটা, রুটি খাবে কিন্তু তার কায়দা, স্টাইল ছাড়বে না।

৬) হাইর কড়ি দিয়া
ভাইর নাম।

এখানে বাঙালি পরিবারের শাশুড়ি মা'র মুখে বধুর সমালোচনা ফুটে উঠেছে। কোন কোন পরিবারের বউরা নিজের স্বামীর রোজগারের টাকা দিয়ে সোনাদানা সম্পত্তি করে নিজের বাবার বাড়ির নাম করেন। এই প্রবাদে উক্ত শ্রেণীর বধূদের তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে।

৭) বেটির কপালে আর
বান্দির কপালে সমান।

উক্ত প্রবাদে সমাজের নারীর অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। প্রবাদটিতে সমাজের যথার্থ সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমাদের সমাজে মেয়েরা শৈশবে পিতার দ্বারা প্রতিপালিত হন। যৌবনে স্বামী আর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের দ্বারা প্রতিপালিত হন। জীবনে স্থানান্তরিত হওয়া মেয়েদের স্বামী যদি ভালো হয় কপালে সুখ থাকে আর স্বামী যদি নেশাকুর, জুয়াড়ি লম্পট চরিত্রের হয় তাহলে মেয়েদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। কোন ধনী পরিবারের মেয়েদেরও স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচারে জীবন কাটে বান্দি অর্থাৎ চাকরের মতো। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত এই প্রবাদে নারীর অবস্থান ও শাশুড়ি ও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের মনস্তত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

৮) চিনা বাবনর লগুন লাগে না।

অর্থাৎ সমাজে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সবাইকে চেনে। যে ব্যক্তি জ্ঞানী তাঁর পোষাক, আশাক, অলংকরণ না থাকলেও লোকে তাকে চিনবে। আর যে অযোগ্য, যে অজ্ঞানী সে আকর্ষণীয় ভালো পোষাক আশাক পরিধান করলেও লোকে তাকে ঠিক চেনবে। যে জ্ঞানী পরিচিত তাকে সাধারণভাবে দেখলেও লোক শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। তাই উক্ত প্রবাদে বলা হয়ে চেনা বাবনের অর্থাৎ পরিচিত ব্রাম্মনকে সবাই চেনে। পরিচিত ব্রাম্মনের লগুন ছাড়াও মানুষে তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে। আর অপরিচিত নতুন ব্রাম্মনকে কেউ চেনবে না। তেমন সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা অপরিচিত অজ্ঞানী তারা নিজের আত্মপ্রচার করতে নানা পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপিত হন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কোনো এক ব্যাক্তির মুখে প্রচলিত কথা লোকমুখে প্রবাহিত হয়ে প্রবাদে পরিনত হয়েছে।

৯) অলক্ষীর তিন কাম বড়
আলসী নিদ্রা ঘুম বড়।
অথবা
ক্ষুধা নিদ্রা যার বেশ
তার ঘরে অলক্ষীর প্রবেশ।

এই প্রবাদে জীবনে চলার উত্তম পথ নির্দেশিত হয়েছে। অলক্ষ্মী অর্থাৎ ধনদা দেবী লক্ষীর বিপরীত। দেবী লক্ষী ধন-সম্পদের অধীষ্ঠাত্রী দেবী। আর অলক্ষী দরিদ্রতা, কলহ, অবনতি ইত্যাদির প্রতীক রূপে কল্পিত হন। যার ঘরে অভাব-অনটন, কলহ খাদ্যাভাব, অশান্তি অবনতি লেগে থাকে বলা হয় তার ঘর থেকে দেবী লক্ষী চলে গেছেন। লোকবিশ্বাস যারা কাজকর্ম না করে শুধু খাওয়া-দাওয়া ও নিদ্রার প্রতি আকৃষ্ট থাকে তাদের ঘরে অভাব অনটন বেশি। সমাজে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা রোজগার করতে ইচ্ছুক নয়। একদিন কাজ করলে তিন দিন ঘরে বসে দিন কাটায় তাদের অভাব অশান্তি নিত্য সঙ্গী। মানুষ যদি কাজ না করে আলস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নিশ্চয় তার ঘরে অভাব থাকবে। সিলেটি কথায় আছে, " বইয়া খাইলে রাজার ভাড়ার ফুড়ায়"। কোনো মানুষ যদি নিয়মিত কাজ না করে তাহলে ঘরে কলহ থাকবে তা জানা কথা। সেজন্যই মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আত্মবাক্য প্রবাদে মানুষের অবনতির অসঙ্গতির কথা প্রবাদে উঠে এসেছে। সমাজে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে সমাজের আসল সত্য উদঘাটিত হয়।

১০) উনা ভাতে দুনা ফল
অধিক ভাতে রসাতল
অথবা
একভাতে তরে আরেক ভাতে মরে।

আমাদের সমাজে এমন একদল মানুষ দেখা যায় যারা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী। যাদের যতটুকু খাওয়া প্রয়োজন তারা নিয়মের অতিরিক্ত ভাত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনো মানুষ ভাতের অভাবে মারা যায় আবার কোনো মানুষ বেশি ভাত খেয়ে অসুস্থ হয় বা মারা যায়। সেজন্য বলা হয় এক ভাতে তরে আরেক ভাতে মরে অথবা উনা ভাতে দুনা ফল। নিয়ম অনুযায়ী খাবার খেলে শরীর থাকে, শরীর সুন্দর হয়। তদ্রূপ সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী করা উচিত। নিয়ম মেনে চলা উচিত।

১১) ঢেকি স্বর্গে গেলেও বারা বানতো
মর্ত্যে গেলেও বারা বানতো।

এই প্রবাদে বস্তুর গোত্র বা জাত অনুযায়ী কাজের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর কাজকর্ম বিভিন্ন ধরনের হয়। নিম্ন গুণসম্পন্ন বস্তুকে ভালো কাজে লাগালেও সে তার ধর্ম ত্যাগ করতে পারে না। ঢেকির কাজ বারা বানা অর্থাৎ ধান কুটে চাল বের করা। এই ঢেকি স্বর্গে রাখলেও সেখানে তাকে বারা বানতে হবে। সমাজে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা ইতর কাজ বিশেষে অভ্যাসী তারা ভালো কাজ পেলেও জাত-স্বভাব ছাড়তে পারে না।

১২) গাইতে গাইতে গায়
বাইতে বাইতে বায়।

উক্ত প্রবাদে মানুষের কর্ম দক্ষতার কথা বলা হয়েছে। সমাজে এমন মানুষ অনেক দেখা যায় যারা কোনো একটা কাজ প্রথম অবস্থায় ঠিকমতো দক্ষতার সহিত করতে না পারলেও কাজ করতে করতে সুদক্ষ হয়ে যায়। সেজন্যই ব্যক্তির দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এই প্রবাদে একটি কাজ করে কিভাবে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা যায় তা বলা হয়েছে। সেজন্যই প্রবাদে বলা হয়েছে 'গাইতে গাইতে গায়' অর্থাৎ গান প্রতিদিন চর্চা করলে একদিন ভালো শিল্পী হয় ওঠা যায় ঠিক সেই ভাবেই দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে 'বাইতে বাইতে বায়' অর্থাৎ যে কোন কাজ কিছুদিন করলেই সে বিষয়ে অনায়াসে দক্ষতা অর্জন করা সহজ হয়। সেজন্যই সমাজের এই কর্ম বিষয়ক দক্ষতার কথা উক্ত প্রবাদে ধরা পড়েছে।

১৩) লায় হাঁটে বয় না
তার লাগাল কেউ পায় না।

এই প্রবাদে মানুষের চাল-চলন ও কাজকর্মের কথা উঠে এসেছে। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় অতি কর্মচঞ্চল। আরো কিছু মানুষ দেখা যায় আলস্যবান। আর এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় যারা কাজ কর্ম ধীরে ধীরে করে কিন্তু কর্মচঞ্চল মানুষের থেকেও অনেক বেশি সফলতা লাভ করতে পারে। সমাজে এমন অনেক কর্মবীর দেখা যায় যারা কিছু সময় কাজ করে কিছু সময় বসে থাকে সেজন্যই তাদের কাজকর্মে পূর্ণ সফলতা লাভ হয় না। কিন্তু যারা ধীরে ধীরে কাজ করে অবিরত কাজ করে যায় তাদের সফলতা চঞ্চল কর্মবীরদের থেকে অনেক বেশি সেজন্য মানুষের অভিজ্ঞতায় উক্ত প্রবাদে বলা হয়েছে' লায় হাঁটে ভয় না তার লাগাল কেউ পায় না'। যে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে বসে না তার নাগাল যে অতি দ্রুতগতিতে হেঁটে সেও পারে না। সবকিছুতেই এরকম অবিরত করলেই তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

১৪) তিন ঝির করে পুত
ঘরো হামায় যমদূত।
তিন পুত করে ঝি
কিনি বাইয়া পড়ে ঘি।

প্রবাদটি বিশ্বাস সংস্কার কেন্দ্রিক। উক্ত প্রবাদে লোকসমাজে প্রচলিত এক গভীর বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। লোক বিশ্বাস কোনো দম্পতির তিন ঝি অর্থাৎ তিন মেয়ে সন্তান জন্ম হওয়ার পর যদি দম্পতি পুত্র

সন্তান লাভ করে তাহলে বলা হয় দম্পতির ঘরে যমদূত প্রবেশ করে। তিন কন্যার পরে যদি পুত্র লাভ হয় তাহলে লোক বিশ্বাস দম্পতির গৃহে অমঙ্গল প্রবেশ করে। আবার বলা হয়েছে 'তিন পুত করে ঝি' অর্থাৎ তিন পুত্রের পরে দম্পতির যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে দম্পতির মঙ্গল হয়। সেজন্য প্রবাদে বলা হয়েছে 'তিন পুত করে ঝি কিনি বাইয়া পড়ে ঘি'।

১৫) হালা আইলে বোয়াল মাছ
আর কর্তা আইলে কলা গাছ।

প্রবাদে বলা হয়েছে। হালা (শ্যালক) আইলে বোয়াল মাছ আর কর্তা আইলে কলা গাছ 'অর্থাৎ শালা স্ত্রীর ভাই যদি আসে তাহলে বাড়িতে খাবার। দাবার সবকিছুতে আড়ম্বর করা হয়। বাড়িতে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন এলে বিভিন্ন ধরনের আনন্দ আহ্লাদ করা হয়। আর কর্তা অর্থাৎ গুরু গোসাই বাড়িতে এলে যাতে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আড়ম্বর করা উচিত তাতে আড়ম্বর করা হয় না। কর্তা এলে কলা গাছ অর্থাৎ নিরামিষ জাতীয় খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়।

১৬) কপালির কপাল
বারো কিয়ার খেত করিয়া
বারো কিয়ার পাকাল।

উক্ত প্রবাদে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে কোন মানুষ দেখা যায় ভাগ্য গুনে সবকিছু লাভ করে। যারা কর্ম করেও ঠিকমতো সফলতা পায় না তারা তাদের 'ভাগ্য খারাপ',' পোড়া কপাল' এরকম বলে আক্ষেপ করে। এই প্রবাদে মানুষের ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। কোনো মানুষ ঠিকমতো কাজ না করেও ভাগ্য গুনে আশাতীত ফল লাভ করে। সেজন্য প্রবাদে বলা হয়েছে 'কপালির কপাল' অর্থাৎ ভাগ্যবানের ভাগ্য। আরো বলা হয়েছে 'বারো কিয়ার খেত করিয়া বারো কিয়ার পাকাল' অর্থাৎ ভাগ্যহীন মানুষেরা অনেক পরিশ্রম করেও ভালো ফল লাভ করতে পারে না। প্রবাদটি কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধীয় প্রবাদ। কৃষিকাজ করতে করতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষকের মুখ থেকে প্রকাশিত এই প্রবাদ। এতে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস রয়েছে।

১৭) মাছ মরে লেজে
আর মানুষ মরে মুখে।

এই প্রবাদটি বরাক উপত্যকায় খুব বেশি ব্যবহৃত ও পরিচিত প্রবাদ। এই প্রবাদে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। অনেক সময় মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কথায় মানুষ অন্যের কাছে বিনা রজ্জুতে বাঁধা থাকে। আবার কখনো কোনো বিপদজনক স্থানে মুখ ফসকে কোনো কথা বলার জন্য মানুষকে ফাঁসতে হয়। আবার মানুষ না বিবেচনা করে হঠাৎ করে কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে কথা রাখতে নিজে অনেক কষ্ট পায়। কোনো পুকুর, নদী বা বিলে মাছ আছে কিনা বুঝা যায় মাছের সাড়া শব্দ দেখে। মাছ বেশিরভাগ সময়েই লেজ দিয়ে জলে ঘাই দিলে মানুষ বুঝতে পারে সেখানে মাছ আছে। এবং সেই মাছ মারতে মানুষ উদ্যত হয়। মাছ লেজ দিয়ে শব্দ করে বিপদ ডেকে আনে আর মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে নিজের বিপদ ডেকে আনে। সেজন্যই উক্ত প্রবাদে বলা হয়েছে, মাছ মরে লেজে, আর মানুষ মরে মুখে।

১৮) বান্দরর গলায় মুক্তার মালা।

অর্থাৎ অনুপযুক্ত ব্যক্তির গলায় মহা মূল্যবান বস্তু দান করা বৃথা। বানর বন্যপ্রাণী সে বৃক্ষের বীজ ফল মূল ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। তার আচার-আচরণ সবই বন্য প্রকৃতির অনুকূল। সোনা, রুপা, মুক্তা এসব মহামূল্যবান রত্ন তার কাছে কিছু নয়। সে ওসব বুঝেনা তার কাছে মহা মূল্যবান রত্ন আর বন্য লতা পাতা সবই এক। সমাজে অনেক মানুষ কোন অনুপযুক্ত বা অযোগ্য ব্যক্তিকে কিছু উপহার দিয়ে পরে আক্ষেপ করে এই কথাটি বলেন 'বান্দরর গলায় মুক্তার মালা শোভা পায় না'।

১৮) ডালির মাঝে খাচাড়ি
আর দেবতার মাঝে বিষরী।

যেসব ডাল আমরা খাই তার মাঝে সবচেয়ে বেশি রাগী ডাল হল কাছারি ডাল। ফরাস গাল মুসুরি ডাল, মুগ ডাল, চানা ডাল, সবকিছুই যে কোনভাবেই রান্না করলে সেদ্ধ হয় এবং কম সময়ের মধ্যে রান্না হয়ে যায়। কিন্তু কাছারি ডাল এমন এক ব্যতিক্রমী ডাল খেতে সুস্বাদু হলেও রান্নার বেলায় একটু অযত্ন ভাবে অতিক্রম দেখা দিলে তাকে সেদ্ধ করা মুশকিল। দেবতার মধ্যে সবচেয়ে রাগী দেবতা হচ্ছেন মনসা। মনসা দেবী দয়াময়ী পুত্র সন্তান ধন-জন দায়িনী। এই মনসা দেবী আবার অনেক ক্রোদিত হন যদি উনাকে অযত্নে অর্চনা করা হয়। সেজন্য প্রবাদে বলা হয়েছে ডালের মধ্যে কাছারি আর দেবতার মধ্যে বিষরী।

১৯) জয় কালও ক্ষয় নাই
আর মরণ কালও ঔষধ নাই।

দেখা যায় মানুষের যখন জয় কাল অর্থাৎ ভালো সময় আসে উন্নতি হয়। সব দিক থেকেই মানুষের উন্নতি হয়। কোনো গৃহস্থের চার ছেলে থাকলে একজন চাকরি পেয়েছে দেখা যায় বাকি দুটোও চাকরী পেয়েছে বা কেউ বড় ব্যবসা করছে তার পরেও দেখা যায় পুত্রবধূ মোটা অংকের বেতন পায়। যখন মানুষের উন্নতি হয় তখন তার ক্ষয়ক্ষতির কোন পথ দেখা যায় না। কিন্তু যখন মানুষের মরন কাল অর্থাৎ দুঃসময়। তখন দেখা যায় সব দিক থেকেই বিপদ এসে ঘেরাও করছে। সেই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ নেই। সেজন্যই প্রবাদে বলা হয়েছে 'জয় কালও ক্ষয় নাই মরণ কালও ঔষধ নাই'।

২০) চেমা ইমানদার থাকি
টাটকা বেইমান ভালা।

প্রবাদে বলা হয়েছে চেমা ইমানদার অর্থাৎ সমাজে অনেক মানুষ আছেন যারা ঈমানদার অর্থাৎ সত্যি কথা বলেন কিন্তু সেই সত্যি কথা বলার মধ্যে তাদের নানা অসত্য লুকিয়ে থাকে নানা অনাচার লুকিয়ে থাকে তাদের সেই সত্যের মধ্যে তারা সত্য কথা বললেও কথাটা মিথ্যা থাকে। বলা হয়েছে তাদের তুলনায় স্পষ্ট মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও ভালো।

২১) দুই নাও চড়ে,
পথো পড়ি মরে।

এই প্রবাদে নীতিবাক্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একসঙ্গে দুই বা ততোদিক কাজ করে সাফল্য পাওয়া যায় না। কেননা মানুষের মন একটাই আর একসঙ্গে সবকিছু করা একটা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অসফল হয়। তাই বলা হয়েছে যেটা করতে যাবে একটাই কর তবেই সফলতা আসবে।

২২) বাপে বেটা- গাছে গোটা, মা
য় ঝি- ঘাইয়ে ঘি।

এই প্রবাদ বরাক উপত্যকার মানুষ সচরাচর ব্যবহার করে। এ প্রবাদে সন্তানের নীচ কর্মের জন্য বাবামায়ের প্রতি ব্যাঙ্গের কষাঘাত করা হয়ে থাকে। বাবা-মা ভালো হলে, সৎ হলে তার সন্তান ভালো হয়। সেই সন্তানের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশা করা যায়। আর মা- বাবা খারাপ হলে তাদের সন্তানের কাছ থেকে ভালো কিছু আসা করা উচিত নয়। তাই সন্তান কোন খারাপ কাজ করলে তার বাবা মাকে দায়ী করে কটাক্ষ করা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয়। এক্ষেত্রে সফল সন্তানের জন্য তার বাবা মায়ের প্রতি সম্মান করে বাপের বেটা বলেও উৎসাহিত করা হয়। আলোচ্য এ প্রবাদে নীতির সত্যকে প্রতীয়মান করতে আরো দুটি বাক্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গাছে গোটা অর্থাৎ গাছ ভালো হলে ভালো ফল ধরে। ঘাইয়ে ঘি- অর্থাৎ গরুর দুধের ওপর নির্ভর করবে তার যি কতটা স্বাদের হবে। সারকথা হল ছেলেমেয়েরা তাদের পিতা মাতাকে অনুসরণ করে, তাদের দেখানো পথে তারা এগিয়ে যায় সামনে।

২৩) চোররে কয় চুরি করিস,
গিরস্তরে কয় সজাগ থাকিস।

উক্ত প্রবাদে সমাজের একশ্রেণির নিম্ন মানসিকতার মানুষগুলোকে সম্বোধন করা হয়েছে। একশ্রেণির মানুষ আছে যারা সবসময় সমাজের মধ্যে কুটচাল করে ঘুরে বেড়ায়। একজনের কথা আরেকজনের কাছে গিয়ে বলে। এরফলে অনেক সময় মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া হয়। কিন্তু ও দুজনের কাছে ভালো থাকতে চায়। এরকম অনেক লোক আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান যারা এই রকম কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। তাদের প্রতি ধিক্কার জনিত মন্তব্য থেকে আলোচ্য প্রবাদের সৃষ্টি।

২৪) বালা মাইনষে চড় খায়,
গাল আতাইয়া বাড়িত যায়।

সমাজে ভালো মানুষের কদর কম, কেউ তাদের মূল্য বুঝে না, মূল্য দিতে চায় ও না। অনেক সময় দেখা যায় নীচ মনোভাবাপন্ন মানুষের দ্বারা ভালো মানুষ অনেক কটাক্ষের স্বীকার হলেও সম্মানের ভয়ে তারা কিছু বলতে পারে না। নিজেকে সংবরণ করে নেয় ওরা। তাই বলা হয়েছে বালা মাইনষে চড় খায়, অর্থাৎ গালি কিংবা কটাক্ষের স্বীকার হয়। গাল আতাইয়া বাড়িত যায়- অর্থাৎ সম্মানের ভয়ে কিছু বলতে পারে না, তাই নিজের ক্ষোভকে কষ্ট করে হলেও সংবরণ করতে হয় ওদের।

২৫) ধরা বান্ধার হাই,
রাইত পোয়াইতে নাই।

জোর জবরদস্তি করে কাউকে দিয়ে কিছু করানো ঠিক না। জোর জবরদস্তি করে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাতে গেলে কাজের মধ্যে বিপত্তি কিংবা ফাঁকিবাজি ঘটে। তাই বলা হয়ে থাকে সঠিক মানুষ দ্বারা কাজ করানো দরকার। যে যেই কাজের উপযোগী তাকে দিয়ে সেই কাজ করানো উচিত নয়তো বিপত্তি ঘটবেই।

২৬) ঘরো নাই লোটা,
কমরো বান্ধা চাবির জুটা।
অথবা
মূল নাই ঘর,
পূবেদি দুয়ার।
অথবা
জানেনা বিসমিল্লাহর গুড়ি,
বিয়া করিলাইতো মুল্লার পুড়ি।
অথবা
ভাগ নাই জগ,
পুতকিত তিন রগ।

আলোচ্য এই চারটি প্রবাদ বরাক উপত্যকার মানুষের মুখে সচরাচর শোনা যায়। এ প্রবাদগুলি অনেকটা বিদ্রুপের বশে ব্যবহার করে থাকেন অনেকে। অনেক মানুষ আছে অপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রদর্শন করে, অহমিকা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তার আসলে সেই সাধ্য নেই যা নিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। তাই বলা হয়েছে যার করে মগ নেই, সে আবার কোমরে চাবি ঝুলিয়ে অট্টালিকার মালিক হিসেবে প্রকাশ করতে চায়। আবার দ্বিতীয় প্রবাদে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যার এখনো ঘর নেই সে নাকি পূর্ব দিকে দরজা বানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবাদে দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্গাত্মক উচ্চারণ। মোল্লা বা মৌলবী মুসলিম সমাজের ধর্মীয় দিক দিয়ে অনেক সম্মানের। তারা আল্লাহর প্রতি সর্বদা আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার উপর প্রবল আস্থাশীল। এবং তাদের সন্তানের ঐ রকম ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বলা হয়ে থাকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষার শুরুই হয় বিসমিল্লাহ দিয়ে। আর বিসমিল্লাহ না জানা লোক যখন মোল্লার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন তা মেয়ের বাবা হিসেবে মোল্লা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন তা অলীক কল্পনা। তাই এই সকল মানুষদের অলীক কল্পনাকে ব্যঙ্গ করে সেই সময় প্রবাদ উচ্চারণ হয়েছিল যা আজও বর্তমান সময়ে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।

২৬) জাত যায় না ধইলে,
খাইসলত যায় না মইলে।

প্রবাদে সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা সমাজের নানা বিষয় ফুটে ওঠে। উক্ত প্রবাদে মানুষের কু-স্বভাব বা খারাপ আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে না সে কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যক্তি বা বস্তু যে জাত বা গোত্রের তার শেষ হলেও সেই গোত্রেরই থাকবে। তেমনি খাইছলত অর্থাৎ মানুষের স্বভাব পরিবর্তন ঘটানো খুব কঠিন ব্যাপার।

২৭) বালা মাইনসর জুতা বইয়ো,
কমিন্দর পাগড়িও না।

আলোচ্য প্রবাদে কোন মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন হলে মানুষের কল্যাণ হবে তার ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভালো মানুষের জুতা বহন করা বা ভালো মানুষের যে কোন পরিস্থিতিতে সঙ্গ দান করা ভালো। ভালো মানুষ সব সময় ভালো আচরণ করবে, জ্ঞান দান করবে। ভালো মানুষের সংস্পর্শে অসৎ ও সৎ হতে পারে। আর কমিন্দ অর্থাৎ অসৎ লোকের পাগড়ী বহন অর্থাৎ উচ্চস্তরের কাজ করাও শ্রেয় না।

২৮) যার সাতো নাই,
তার সাত্তাইশ নাই।

অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ বীর পরাক্রমশালী, ভালো ও সৎ মানুষ হবে তার শৈশব অবস্থা থেকে সেটার আভাস পাওয়া যায়। যে ভালো হবে সে প্রথম থেকে ভালো হবে। যে খারাপ হবে সে প্রথম থেকে খারাপ হবে। অর্থাৎ কে কি করবে কে কি রকম হবে তার ছোট অবস্থায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে অসফল মানুষকে ব্যঙ্গ করে এই প্রবাদ উচ্চারণ করা হয়। দেখা যায় যারা সফল হয় তারা সবদিকে সফলতা লাভ করে আবার যারা বিফল হয় তারা যেদিকে যাক না কেনো, সফলতা তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিদ্রুপ জনিত কারণ থেকে এ প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

২৯) বাছার তেলে বাদা বিরান।

আলোচ্য এ প্রবাদে একটা রীতির কথা বলা হয়েছে। বাছা মাছ যেমন ভাজি করতে অন্য তেলের প্রযোজন হয় না, মাছের মধ্যে থাকা তেল ই তার ভাজি করার জন্য যথেষ্ট। ঠিক তেমনি বাঙালি সমাজে অনেক পুরুষ বিয়ের সময় কণের পরিবারের পক্ষ থেকে পণ নিয়ে থাকে। আর সেই পণের টাকা হতে স্ত্রীর গয়নাগাটি কিনে দিয়ে থাকে। স্ত্রীর বাবার দেওয়া টাকায় স্ত্রীকে সাজিয়ে নিজেকে মহান ভাবে। তাদের প্রতি বিদ্রুপ করে এই প্রবাদটি বেশিরভাগ সময় উচ্চারণ করা হয়। নিজের কিছু না দিয়ে কেউ কোনকিছু উপার্জন করলে তাদের প্রতি এরূপ প্রবাদ বলা হয়ে থাকে।

৩০) লিল্লা গরুর দাঁত চাইন না।

ফ্রীতে কিছু পেলে তার ভালোমন্দ গুণাবলী যাচাই করে দেখা হয় না বা অনেকে তা দেখার প্রযোজন মনে করেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ কাউকে কিছু উপহার দিলে সেটা খুশিমনে গ্রহণ করা হয় কেননা উপহার তো উপহার-ই। সেটা ১০ টাকা কিংবা ১০০০০ টাকার হউক তাতে কি। এইজন্য বলা হয়ে থাকে 'লিল্লা গরুর দাঁত চাইন না'।

৩১) বুড়িয়া মরডার তলেদি পথ।

উক্ত প্রবাদে এক নিয়তির কথা বলা হয়েছে। দেখা যায় যার আছে তার সবদিকে পরিপূর্ণ। আর যার নেই তার সবদিকে অপূর্ণ। সে যেদিকে যাক না কেনো তার দ্বারা জীবনে উন্নতি হয় না। আর সে যাদেরকে অনুসরণ করে থাকে তাদের ও একই পরিণতি। তাই বলা হয়েছে জীবনে উন্নতি চাইলে সৎ সঙ্গ খুবই জরুরি। নাহলে পতন অনিবার্য।

৩২) লাড়ি বেটির আটারো হাই,
বিয়ান অইলে এগুউ নাই।

'লাড়ি বেটি' বলতে বিধবাকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যার স্বামী মারা গেছে। হাই মানে জামাই, বিয়ান বলতে সকাল আর এগুউ নাই মানে হল একজনই নেই। অর্থাৎ আমাদের সমাজে যাদের ঘরে কর্তা নেই বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কেউ নেই, তাদেরকে বুদ্ধি- পরামর্শ দেওয়ার লোকের অভাব নেই সেটা ভালো খারাপ যাই হোক না কেন। কিন্তু কোনপ্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হলে আর কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য প্রবাদে বলা হয়েছে যে যারা বিধবা তাদের যৌবন জ্বালা মেটানোর জন্য স্বামী হতে চায় অনেকে। তবে সেটা শুধুমাত্র রাত্রিবেলার জন্য কিন্তু দিন অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩৩) কান্দে পুতে দুধ খায়।

উক্ত প্রবাদের মধ্যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। কিছু পেতে হতে কিছু ত্যাগ করতে হয়। তুমি যদি গাছ লাগাও তবে ফলের আশা করতে পারো। পরিশ্রম করতে পারলে সফলতা এমনিতেই আসবে। তাই আলোচ্য প্রবাদের মধ্যে বলা হয়েছে যে শিশু যেমন কাঁদলে মা তাকে দুধ খাইয়ে শান্তনা দেন। দুধ খাওয়ার জন্য যেমন শিশুকে কাঁদতে হয় জীবনে সফলতার জন্য পরিশ্রম একান্ত আবশ্যক।

৩৪) হক মাতো ভাত নাই।
অথবা
উচিত মাতো গুছিত ধরে।
অথবা
গরম ভাতে বিলাই বেজার,
হাছা মাতলে মই বেজার।

উপরোক্ত তিনটি প্রবাদের মধ্যে সমাজের একটা রুঢ় ও বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় সৎ ও ভালো মানুষের কদর নেই। কেননা তারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। কাউকে পরোয়া না করে সবসময় নীতি মেনে চলেন। এরজন্য স্বার্থলোভী মানুষ তাদের উপর বিরক্তিকর ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এতে ভালো মানুষের কিছু যায় আসে না। কেননা রুঢ় সত্য সবসময় তিক্ত হয় স্বার্থপর সমাজে।

৩৫) আভতিয়ে খায় আনমান লাদে।

অথবা চার আনমান ভার। উক্ত প্রবাদে নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। দেখা যায় সমাজের মধ্যে যারা অনেক প্রভাবশালী ধনী মানুষ, যাদের আয়ের উৎস অনেক বেশি তাদের ব্যয় ও অনেক বেশি হয়। আর যাদের আয়ের পরিমাণ স্বল্প তারা কম খরচ করে হিসেব করে চলে। তাই বলা হয়ে থাকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চললে ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩৬) বুড়ার কথা বিয়ালে লাগে
অথবা
জোয়ানোর জোয়ানকি,

আর বুড়ার এক ধমকি।
অথবা
নয়া ডাক্তর থাকি পুন্না রোগী অনেক ভালা।

অভিজ্ঞতা সব জায়গায় কাজে লাগে। আলোচ্য প্রবাদ তিনটিতে বুড়া বলতে অভিজ্ঞ, বিয়াল বলতে শেষ সময়ে, জোয়ান বলতে অল্পবয়সী কিংবা সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক, নয়া বলতে নতুন, পুল্লা বলতে পুরনো হিসেবে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকের কথা সবসময় কাজে লাগে। কিংবা যে কাজ করতে একজন যুবকের পুরো শ্রমের প্রয়োজন পড়ে, বলা হয়ে থাকে অভিজ্ঞ মানুষের হাতের ছোঁয়ায় সেটা হয়ে যায়। ক্রিকেটের পরিভাষায় একটা কথা আছে যেমন:- " Form is temporary, but class is permanent"। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ধোনির কাছে ম্যাচ জেতানো ইনিংস কিংবা বিরাটের কাছে সেঞ্চুরি করা ডাল ভাতের মতো হয়ে গেছে। কেননা তারা অনেক পরিণত। আর নতুন কোন ক্রিকেটার একটা সেঞ্চুরি পেতে ক্যারিয়ারের ৩/৪ বছর লেগে যায়। হ্যাঁ এটাই বাস্তব। অভিজ্ঞতা সবসময় কাজে আসে।

৩৭) পাপে বাফরেও ছাড়ে না।

এটা চিরসত্য একটি প্রবাদ। পাপ করলে তার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। আগেকার সমাজে অনেক লোক চুরি, রাহাজানি, হিংসা, বিদ্বেষ ছড়াতো। এর ফলে অনেক সময় প্রহার ও নিন্দা শুনতে হতো। এসব চোর ও ধান্দাবাজ লোকদের উদ্দেশ্য তাই এই প্রবাদটি উচ্চারিত হত।

৩৮) হাই মরলো হাইজা বালা,
কান্দি উঠলো ফতাবালা।

উক্ত প্রবাদে চরম ব্যাঞ্জনা ফুটে উঠেছে। সময়ের কাজ সময়ে না করলে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এখানে হাই বলতে স্বামী, হাইঞ্জা বলতে সন্ধ্যা, ফতাবালা বলতে ভোররাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলা স্বামী মরার সঙ্গে স্ত্রী যদি কাঁদত, তাহলে পাড়াপ্রতিবেশি আসতো, কিন্তু ভোররাতে কাঁদলে কেউ আসবে না সেটাই বোঝানো হয়েছে। সময়ের কাজ সময়ে না করলে আফসোস করতে হয়।

৩৯) হারা রাইত কানভরি হুনলো বেটায় পুঁথি,
বিয়ানে উঠি জিগায় সোনাবান বেটা না বেটি।

কোন বিষয়ে জানা ও অবগত থাকা সত্বেও কেউ যখন না জানার ভান করে, তার প্রতি বিদ্রুপ করে মূলত এ প্রবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। কিছু মানুষের অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাস্য অনেক সময় মানুষকে বিরক্তিকর পর্যায়ে নিয়ে যায় তখন এরকম প্রবাদ উচ্চারণ করে থাকেন। অনুরূপ একটা প্রবাদ খুব বেশি উচ্চারিত হয়। 'সাত খণ্ড রামায়ণ, সিতা কার বাপ'। অর্থাৎ পুথিতে যেমন সোনাবানকে নিয়ে এবং রামায়ণে সীতাকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এখন যখন একজন পুঁথি কিংবা রামায়ণ পড়েছে, অথচ জিজ্ঞেস করছে, সোনাবান মহিলা না পুরুষ, আর সীতা কার পিতা তখন তা বিরক্তির কারণ হবেই। আর এর থেকে আলোচ্য এ প্রবাদ দুটির উৎপত্তি।

৪০) কম আকলে তরে,
বেশি আকলে মরে।

অথবা
বেশ শিয়ানর গলাত দড়ি।

আলোচ্য এ প্রবাদ দুটির মধ্যে নীতিসূচক ব্যাঙ্গাত্মক ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে খুব চালাক ভাবেন এবং সেই অনুযায়ী অহংকার নিয়ে চলেন। দেখা যায় তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিপদের সম্মুখীন হন। তাই তাদেরকে বিদ্রুপ করে এই প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

৪১) উচার উছ-নীদ্বার নীছ,
মা দেখিয়া-ঝি আনিস।
অথবা
ঘাইল আনমান ছিয়া,
জাতে জাতে বিয়া।

উপরোক্ত প্রবাদ দুটির মধ্যে একদিকে যেমন নীতির কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে উপদেশ ও দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে পুরুষেরা অনেক সময় ভালবাসা কিংবা আবেগের বশে নিজের থেকে উচু কাউকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। ঐ কন্যার জাত, বংশের খোঁজ নেন না। কিন্তু পরে দেখা যায় সংসারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিপত্তি ঘটে সবকিছুতে। তাই বলা হয়েছে সমানে সমান বিয়ে করতে। ঝি/ কন্যা আনতে গেলে অর্থাৎ কন্যার মায়ের চরিত্র ও মানসিকতা যাচাই করা উচিত। এইসব উক্তি সাধারণত কোন বয়স্ক মানুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছে যারা কি না শশুর/শাশুড়ী হিসেবে একসময় এরকম ভোগান্তির স্বীকার হয়েছিল।

৪২) কম পানির মাছ বেশ পানিত পরছে।

মানুষ যখন ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে হঠাৎ করে বৃহৎ অবস্থানে চলে যায় তখন মধ্যে অহংকারের আস্ফালন ঘটে। ঠিক তেমনি কম জলের মাছ যখন বেশি জলে প্রবেশ করে তখন সেই মাছের মধ্যে একপ্রকার দৌড়ানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তারা লেজ দিয়ে জলের মধ্যে আস্ফালন সৃষ্টি করে। তাই এরকম মানুষকে কটাক্ষ করে মূলত এই প্রবাদটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

৪৩) পাইয়া পরর ধন,
বাপে পুতে করে কীর্তন।

উক্ত প্রবাদে সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই মানুষগুলো নিজের কোন ক্ষতি কোনভাবে মনে নিতে রাজি নয়। তবে স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যজনের ক্ষতি করতে তারা পিছ পা হন না। অন্য মানুষের জিনিসের প্রতি ওদের খুব বেশি লিপ্সা থাকে। এদেরকে উদ্দেশ্য করে ব্যাঙ্গ করে বলা বাক্যটি প্রবাদ হিসেবে বেশ জনপ্রিয় বলা যায়।

৪৪) যে যারে পড়ায়,
হে তারে চড়ায়।
অথবা
যে যারে নিন্দে,
হে তার পিন্দে।

উপরোক্ত দুটি প্রবাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে নীতিকথা। বলা হয়ে থাকে রক্ষক ই ভক্ষক। আমরা সমাজে সচরাচর এ চিত্র দেখতে পাই। তবে আলোচ্য প্রবাদটি দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের উপর ব্যবহার করা হয়। কাউকে চুরির সঙ্গ দিলে আরেকদিন তোমার বাড়িতে সে চুরি করবে। আর কাউকে কু-বুদ্ধি দিলে সেই কু-বুদ্ধি আরেকদিন সে তোমার উপর প্রয়োগ করতে পারে। আর এটাই বাস্তব এবং চিরন্তন সত্য রূপে বারবার প্রতিভাত হয়েছে। তাই বয়স্ক ও অভিজ্ঞ মানুষের মুখে বাস্তবিক পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে এরূপ নীতির কথা প্রবাদের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে।

৪৫) দার বালি-কুড়ালর হিল,
বান্ধীর লাত, গোলামর কিল।
অথবা
সাপ আনমান লাঠি,
কুত্তা আনমান ঘটা।

উপরোক্ত প্রবাদ দুটিতে বলা হয়েছে, যে যেরকম তার সঙ্গে তার সমতুল্য ব্যবহার করা উচিত। নইলে মাথায় চড়ে বসবে। অধঃস্তনদের যুতসই শাসনে রাখা উচিত। দা যেমন ঠিক রাখতে বা ধারালো করতে বালি আর কোড়ালের জন্য পাথর প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি বান্ধীর অর্থাৎ নীচ মনোভাবাপন্ন মানুষের জন্য লাথি কিংবা কটু ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

৪৬) ফুতার বলে কুত্তার বল।

উপরোক্ত প্রবাদে উচ্চারিত হয়েছে স্বাবলম্বীতার জয়ধ্বনি। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা খুব জরুরি। কেননা মানুষ যখন কারো মুখাপেক্ষী হওয়া লাগে না, তখন সে তার মতো করে বাঁচতে পারে। ঠিক যেমন বাড়িতে কেউ গেলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চিরকার করে ওঠে। কারণ ও জানে সেটা তার স্বাধীনতার জায়গা।

৪৭) খালি দোয়ায় পোয়া অয়না,
তনাইর জুর ও লাগে।

আলোচ্য এ প্রবাদের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে কোনকিছুতে সাফল্য পেতে গেলে অবশ্যই কর্ম করতে হবে। শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ফলাফল শূন্য আসবে। আর যদি পরিশ্রম করে তারপর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করো, তবেই সফলতা আসবে। কারণ পরিশ্রম কোনদিন কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

৪৮) দুই বউ যার,
দুয়ারো যম তার।

আলোচ্য এ প্রবাদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বহুবিবাহের পরিণতি। সতীন শব্দটা আসে যখন কোন পুরুষ একাধিক বিবাহ করেন। কোন নারী চায় না তার স্বামীর ভাগ অন্য নারীকে দিতে। নারী চায় না তার নিজস্ব

স্বামীর অধিকার কে ভাগ-বাটোয়ারা করতে। আর এ নিয়ে সর্বদা চলতে থাকে সতীনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ। যা একসময় স্বামীকে অতিষ্ট করে তোলে যা একজন স্বামীর কাছে যম হিসেবে ধরা দেয়।

৪৯) ভরা কইলায় লড়ে না।

উক্ত প্রবাদের মধ্যে একপ্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা অনেক শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল। তাদের আচার আচরণের মধ্যে সাধারণীকরণ সদা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে যারা অজ্ঞ কিংবা কম শিক্ষিত তারা সর্বদা মানুষের কাছে বিদ্বান হিসেবে জাহির করতে চায়। নিজেকে অনেক জ্ঞানী মনে করে। তাই বলা হয়েছে ভরা কলসির আওয়াজ কম অর্থাৎ তারা নিজের প্রকাশ করে না। আর যাদের যোগ্যতা কম তারা সবসময় সবার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে তৎপর থাকে।

৫০) পক্ষরবির মাসে পায়,
খরায় কিংবা ঝরায় যায়।

প্রবাদটি বিশ্বাসকেন্দ্রীক। আলোচ্য এ প্রবাদে লোককেন্দ্রীক এক প্রবল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। মানুষের বিশ্বাস যে পাঁচটি রবিবার সন্নিবিষ্ট মাস হলে অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মোট কথা হল মানুষের জন্য কষ্ট বয়ে আনে পঞ্চরবির মাস। এই প্রবাদ ও বিশ্বাস-সংস্কার টা কৃষি কাজে জড়িত মানুষের দ্বারা কোন একটা সময় সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবাদের প্রাগুক্ত আলোচনায় বুঝা যায় প্রতিটি প্রবাদে সমাজ বাস্তবতার ইঙ্গিত আছে। প্রবাদে ফুটে উঠেছে বাস্তব সমাজের ইঙ্গিতবাহী সংক্ষিপ্ত কথা। সমাজে বসবাস করতে করতে মানুষ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করে একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে এক একটি কথা উচ্চারণ করেন যা পরবর্তীতে বাস্তব সত্যতা ও সরলতা থাকার জন্য মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রসারিত হয় এবং সেগুলো প্রবাদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সমাজের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, আচার-আচরণ খল মানুষের প্রতারণা সমস্তই প্রবাদে উঠে আসে। প্রবাদে উঠে আসে কৃষি সম্বন্ধীয় নানান তথ্য। পূজা অর্চনা সম্পর্কেও নানান লোকাচার মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সম্পর্কে নানান প্রশ্নোত্তর দানা বাদে প্রবাদের মধ্যে। মানুষের সম্পর্ক, মানুষের অর্থনৈতিক দিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সবকিছু প্রবাদে ফুটে উঠে এক কথায় সমাজের বাস্তব সত্যটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ফলতে ফলতে তা প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে চর্চিত হয়। প্রবাদ আলোচনায় যেমন সমাজ উঠে এসেছে তেমন আমরা দেখতে পাই প্রবাদে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া ও মানুষ আপন জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে অসাধারণ কথা আবিষ্কার করেন। মিলযুক্ত অতি সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সমগ্র জীবনের আবাস ফুটিয়ে তুলেন প্রবাদের মধ্যে।

তথ্যসূত্র:

১) খাঁ, ড° কৃষ্ণা- "বাংলার লোকসাহিত্য: মূল পাঠ নির্ণয়", পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১২৯।
২) মজুমদার, মানস- "লোকসাহিত্য পাঠ", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ২৬।

৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ "বাংলার লোকসাহিত্য "(৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রবাদ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১, পৃষ্ঠা-২০।
৪) আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর" ছিলেটি প্রবাদ প্রবচন", রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯।
৫) মজুমদার, মানস- "লোকসাহিত্য পাঠ", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬।
৬) খাঁ, ড° কৃষ্ণা- "বাংলার লোকসাহিত্য: মূল পাঠ নির্ণয়", পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১২৮।
৭) অন্তর্জাল তথ্য।
৮) ইসলাম, ডক্টর মাজহারুল- "ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন", বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-২৯।
৯) আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর- ছিলেটি প্রবাদ প্রবচন", রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ড. আশরাফ সিদ্দিকী- "লোক-সাহিত্য", (প্রথম খণ্ড), বসু পার্থশঙ্কর,২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬।
২) সুশীল কুমার দে- "বাংলা প্রবাদ", এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ, কলকাত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯।
৩) মোহাম্মদ আসাদ্দর আলী "সিলেটি প্রবাদ-প্রবচন", রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯।
৪) ড. কৃষ্ণা খাঁ- "বাংলা লোকসাহিত্য: মূল পাঠ নির্ণয়", পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০৪।
৫) ডক্টর মাজহারুল ইছলাম: "ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৬) মানস মজুমদার- "বাংলা লোকসাহিত্য পাঠ", দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯।

ক্ষেত্র সমীক্ষা:

তথ্যদাতা:

১) মিশন কুমার রায়, করিমগঞ্জ, লোক সাহিত্যে ও সংস্কৃতি কর্মী (এম.এ- বাংলা বিভাগ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
২) আলিম উদ্দিন চৌধুরী, হাইলাকান্দি, (এএসবি মেমোরিয়াল এম ই স্কুল)।
৩) হুমারা বেগম, শিলচর (এম.এ- বাংলা বিভাগ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
৪) নেজামূল হুসাইন মজুমদার, বি.এসি, (পলাইট সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল)।
৫) ইমদাদুল্লাহ লস্কর, (এম.এ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখা, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)।